بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

কুরআন হাদিসের আলোকে জান্নাতের নেয়ামত সমূহের বিস্তারিত আলোচনা

Subject: Research and Masayel (RAM)-302

Submitted To:
Ustaz Abdul Wahid
Islamic Online Madrasah

Submitted By:
Jannatul Ferdous
Batch: 201
Roll no:20102333
Semester: 6th

Bachelor in Dawah and Islamic Studies (Alim Preparatory Course)

Islamic Online Madrasah

Date of Submission: 11/28/2022

সূচিপত্র		
ক্রমিক নাম্বার	বিষয়	পৃষ্ঠা নাম্বার
	জান্নাতের নিয়ামাতের আলোচনা (কুরআনও হাদিসের আলোকে)	
1.	জান্নাত অর্থ কি	3
2.	জান্নাতের স্তরসমূহ	3-7
3.	জান্নাতের নিয়ামত সমূহের বর্ণনা	7-8
4.	জান্নাতের প্রশস্ততা ও নির্মাণ সামগ্রী	8-10
5.	জান্নাতে চিরস্থায়ী হবার ঘোষনা	10-12
6.	আল্লহর স্থায়ী সন্তুষ্টি ঘোষনা	12
7.	জান্নাতের প্রথম মেহমানদারী	12-13
8.	জান্নাতবাসীর আকৃতি, সৌন্দর্য ও যৌবন	13-15
9.	জান্নাতের বৃক্ষরাজি ও ফলমূল	15-17
10.	জান্নাতের নহরসমূহ	17-18
11.	জান্নাতের বরকতময় নদী 'কাওসার	18
12.	জান্নাতের ঝর্নাসমূহ	19-20
13.	জান্নাতের পানীয় ও শরাবান তহুরা	20-24
14.	জান্নাতিদের সাজসজ্জা, পোশাক, আসন ও বিছানা	24-26
15.	জান্নাতের পবিত্র স্ত্রীগন	26-30
16.	জান্নাতের কিশোর সেবকগন	30-31
17.	জান্নাতের সাপ্তাহিক বাজার	31-32
18.	জান্নাতের ঘর ও তাবুর বর্ননা	32-33
19.	জান্নাতে আল্লহর দীদার লাভ(সর্বোত্তম নিয়ামাত)	33-35
20.	উপসংহার	36

◈◈ জান্নাতের নিয়ামাতের আলোচনা (কুরআনও হাদিসের আলোকে)ঃ-

1. জান্নাত অর্থ কিঃ-

জান্নাত (আরবি: جنّة জান্নাহ্; বহুবচন: জান্নাত তুর্কি: Cennet), শাব্দিক. "স্বর্গ বা বাগান", সৎকর্মশীলদের চূড়ান্ত আবাসস্থল,হলো পার্থিব জীবনে যে সকল মুসলিম আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলবে এবং পরকালীন হিসাবে যার পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে তাদের জন্য আল্লাহ যে সকল আবাসস্থল প্রস্তুত রেখেছেন।'জান্নাত' একটি আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ বাগান, উদ্যান, আবৃত স্থান। ফার্সি ভাষায় একে বলা হয় বেহেশত। বাংলায় একে বলা হয় স্বর্গ। ইসলামি পরিভাষায়, আখিরাতে ঈমানদার ও নেককার বান্দাদের জন্য যে চির-শান্তির আবাস্থল তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলা হয়। আল কুরআনে আটটি জান্নাতের নাম প্যাওয় যায়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি।
এ কথাটি অনুরূপ আল-কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে- “কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন মুগ্ধকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ”- (সূরাহ্ আস্ সাজ্দাহ্ ৩২ : ১৭)। (ই.ফা. ৬৮৭১, ই.সে. ৬৯২৮)

2. জান্নাতের স্তরসমূহঃ-

জান্নাত মোট আটটি। এগুলো হলো- কুরআনে বর্ণিত জান্নাতের নাম/ স্তর সমূহ :

১।জান্নাতুল ফিরদাউস (جنة الفردوس)
২। জান্নাতুন্ নায়ীম (جناتون نعيم)
৩। জান্নাতুল মাওয়া (جناتول ماوا)
৪। জান্নাতুল আদন (جنة العدان)
৫। জান্নাতু দারুস সালাম (جنة دار السلام)
৬। জান্নাতুদ দারুল খুলদ (جناتود دار الخلد)
৭। জান্নাতু দারুল মাকাম (جنة دار المقام)
৮। জান্নাতু দারুল কারার (جنة دار الكرار)
জান্নাতুল ফিরদাউস – জান্নাতের সর্বোচ্চ বাগান।[৪] (আল-কাহফ,[১৮:১০৭] আল-মু'মিনূন[২৩:১১])
দারুল মাকাম – বাড়ি (ফাতির[৩৫:৩৫])
দারুল কারার – আখেরাতের আলয়(আল-আনকাবূত)[২৯:৬৪])
দারুস সালাম – শান্তির নীড় (ইউনুস,[১০:২৫] আল আনআম[৬:১২৭]

জান্নাতুল মাওয়া – বসবাসের জান্নাত (আন-নাজম[৫৩:১৫])
দারুন নাঈম – নেয়ামত পূর্ণ কানন/বাগান (সূরা আল-মায়িদাহ [৫:৬৫] ইউনুস,,[১০:০৯] আল-হাজ্ব[২২:৫৯]
দারুল খুলদ – চিরস্থায়ী বাগান (আল-ফুরকান[২৫:১৫])
জান্নাতুল আদন – অনন্ত সুখের বাগান (আত-তাওবাহ:[৩:৭২]আর-রাদ[১৩:২৩]
এ আটটি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদৌস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا ". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ. قَالَ " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ " وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ."

আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রমযানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা’আলা জান্নাতে একশ’টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু’টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইব্‌নু ফুলাইহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

✳৮ টি জান্নাতের বর্ননাঃ-

জান্নাতুল ফিরদাউস এর বর্ণনা জান্নাতুল ফিরদাউস জান্নাতের নাম বা স্তরের অর্থ জান্নাতের সর্বোচ্চ বাগান। হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) জান্নাতের বিবরণ দিতে বলেন, জান্নাতের মধ্যে রয়েছে শত স্তর । প্রত্যেক জান্নাতের স্তর এর মাঝের দূরত্ব হলো আকাশ ও মাটির দূরত্বের সমান। আর জান্নাতুল ফেরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা ধারা প্রবহমান। এর উপরে রয়েছে আরশে আজীম। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাত লাভের জন্য দোয়া করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে। তিরমিজি – কিতাবুল জান্নাহ

হযরত আমর ইবনে সালামা (রা) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল ফিরদাউস নিজ হাতে খাঁটি সোনার ইট এবং অত্যন্ত সুগন্ধিময় মিশকের ইট দ্বারা নির্মাণ করেছেন। এতে শ্রেষ্ঠ জাতের ফলফলাদির বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। অতঃপর আমার আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হয়ে তার দিকে

দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, ‘আমার বড়ত্বের কছম, ইহাতে মদ পানকারী এবং ব্যভিচারী কখনো প্রবেশ করবে না।’ (সিফাতুল জান্নাত)

দারুল কারার জান্নাতের বিবরণ

দারুল কারার জান্নাতের নাম বা স্তরের অর্থ আখেরাতের আলয় বা স্থায়ীগৃহ। এ জান্নাতের বিবরন এ মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার সমপ্রদায়! এ পার্থিব জীবনতো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে (দারুল কারার) চিরস্থায়ী আবাস। সুরা মুমিন, আয়াত- ৩৯

দারুল মাকাম জান্নাতের বিবরণ

দারুল মাকাম জান্নাতের অর্থ হল বাড়ি। মহান আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতির এর মধ্যে দারুল মাকাম জান্নাতের বিবরণ সম্পর্কে বলেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান, জান্নাতীরা বলবে, মহান আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূরীভূত করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের মালিক অত্যন্ত মেহেরবান যিনি আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সবসময় বসবাসের জায়গা করে দিলেন। এখানে নেই কোন কষ্ট, নেই কোন নিরর্থক আলোচনা। (ফাতির ৩৪-৩৫)

দারুস সালাম জান্নাতের বয়ান

দারুস সালাম’ মানে শান্তিনিকেতন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় এবং তারা যা করত, তার কারণে তিনি হবেন তাদের অভিভাবক। (আনআমঃ ১২৭)।অর্থাৎ, আল্লাহ (মানুষ)-কে শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (ইউনুসঃ ২৫)।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই মুমিনদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে দারুসসালাম। (আনয়াম ১২৭)
এই জান্নাত সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় কাজ থেকে মুক্ত থাকবে। এই জান্নাতের বাসিন্দারা পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া পেশ করবে।

জান্নাতুল মাওয়া জান্নাতের কিছু কথাঃ

আরবীতে মাওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে ঠিকানা অর্থাৎ বসবাসের জায়গা। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, ইহা সেই জান্নাত যেখানে হযরত জিব্রাইল (আঃ) ও হযরত মিকাইল (আঃ) এসে থেমে যান। হযরত মুকাতিল বলেন, এ জান্নাতে শহীদদের আত্মা বসবাস করে। এগুলোর মধ্যে শহীদদের আত্মা ঘোরাফেরা করে। আল্লাহ তাআলা সুরা আন-নাজমা এর মধ্যে জান্নাতুল মাওয়ার উল্লেখ করেছেন। এই জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। (সাজদাহঃ ১৯)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মাওয়া) বাসাোদ্যান। (নামঃ ১৩-১৫)

দারুন নাঈম জান্নাতের বিবরণ

দারুন নাঈম জান্নাতের নাম এর মানে সম্পদশালী, সুখময়। এ জান্নাতের বিবরণ এ মহান আল্লাহ বলেন,অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। (ইউনুসঃ ৯)

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুন নাঈম। (লোকমান-৮)

দারুল খুলুদ জান্নাতের নাম বর্ণনা

দারুল খুলুদ জান্নাতের অর্থ হল চিরস্থায়ী বাগান। সূরা আল-ফুরকান এর মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ٧٥﴾ [الفرقان: ٧٤]

“তারাই, যাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আর তারা প্রাপ্ত হবে সেখানে অভিবাদন ও সালাম।”(সূরা আল-ফুরকান: ৭৫)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠﴾ [الزمر: ٢٠]

“তবে যারা তাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতির বিপরীত করেন না।”(সূরা যুমার: ২০)

জান্নাতুল আদন সম্পর্কে আলোচনাঃ

জান্নাতের স্তর বা নাম এর মধ্যে সর্বশেষ স্তর জান্নাতুল আদন। জান্নাতুল আদন অর্থ হল অনন্ত সুখের বাগান। কুরআনে জান্নাতুল আদন এর সম্পর্কে উল্লেখ করেছে,

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ

বাংলা অর্থ – আদন বাগান যার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর এটা পাবে ঐ ব্যক্তিগণ যারা নিজেকে পবিত্র রাখে। (সূরা ত্বহা আয়াত : ৭৬)। এই সেই স্থান যেখানে মহান আল্লাহ পাক আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন।

এছাড়া জান্নাতের নাম ও স্তরের বিররন মহান আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের অনেক জায়গায় দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা মুমিন হয়ে জীবন যাপন করবে। আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষন করে ইবাদত বন্দেগী করবে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই জান্নাত উপহার স্বরুপ।

মহান আল্লাহ আমাদের জান্নাতের নিয়ামতের কথা অন্তরে পোষণ করে সঠিক ও সুন্দর পথে চলার তৌফিক দান করুন। আর আমাদের সবাইকে জান্নত দান করুন। আমিন

— সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯০ হাদিসের মান: সহিহ হাদিস
জান্নাতের দরজাসমূহ
সম্পাদনা
হাদিস অনুসারে জান্নাতের মোট আটটি দরজা রয়েছে।
বাবুস সালাহ
বাবুল জিহাদ
বাবুস সাদাকাহ
বাবুর রাইয়ান
বাবুল হজ
বাবুল কাদিমিনুল গায়িদ্ব
বাবুল ইমান
বাবুজ জিকর

3. জান্নাতের নিয়ামত সমূহের বর্ণনা ঃ-

জান্নাত হলো চির-শান্তির স্থান। সেখানে সবকিছুই সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সু-সজ্জিত। জান্নাতের ঘর-বাড়ি, আসন, আসবাবপত্র সবকিছু স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তি, দ্বারা নির্মিত। জান্নাতে থাকবে রেশমের গালিচা, দুধ ও মধুর
নহর। মিষ্টিপানির স্রোতধারা। বস্তুত আনন্দ উপভোগের সব-রকম জিনিসই জান্নাতে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"সেখানে (জান্নাত) তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই তোমাদের জন্য রয়েছে আর তোমরা যা দাবি করবে তাও তোমাদের দেওয়া হবে।" (সুরা হামিম আসসাজদা:৩১)

4. জান্নাতের প্রশস্ততা ও নির্মাণ সামগ্রী ঃ-

জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,
وجنة عرضها السموت والرض اعدت للمتقين.

তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে
— সূরা আল ইমরান:১৩৩

এখানে আসমান শব্দটিকে বহু বচনে ব্যবহার করে " সামাওয়াত" বলা হয়েছে অর্থাৎ জান্নাতের প্রশস্ততা সবগুলো আসমান ও পৃথিবীর সমান।
জান্নাত দেখার পরই সঠিকভাবে বোঝা যাবে যে জান্নাত কত বিশাল এবং তার নিয়ামত কত অসংখ্য। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

তুমি যখন দেখবে তখন দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের নানান সামগ্রী আর এক বিশাল রাজ্য।

— সূরাহ আদ্-দাহ্‌রঃ ২০
জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব আছে যতটা দূরত্ব আছে আকাশ ও মাটির মাঝে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন',

জান্নাতে শত স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো আকাশ ও মাটির দূরত্বের সমান। আর ফেরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে আছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবহমান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট জান্নাতের জন্য দু'আ করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দু'আ করবে।

— তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ
জান্নাতে একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে কোন অশ্বারোহী ঐ ছায়ায় শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ,বলেন,
জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার এবং দীর্ঘ ছায়া। আর জান্নাতে তোমাদের কারও একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও ঐ জায়গা অপেক্ষা উত্তম যেখানে সূর্য উদিত হয় আর সূর্য অস্তমিত হয় (অর্থাৎ পৃথিবীর চেয়ে)।

— সহীহ বুখারী, হাদীস সংখ্যা – ৩২৫২, ৩২৫৩
সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

জাহান্নামে থেকে সবশেষে বের হয়ে আসা ব্যক্তিকে আমি চিনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, "যাও জান্নাতে প্রবেশ কর"। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে দেখবে, লোকেরা স্ব স্ব স্থান অধিকার করে আছে। অতঃপর মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, "আচ্ছা সে যুগের (জাহান্নামের শাস্তি) কথা তোমার স্মরণ আছে কি?" সে বলবে, "হ্যাঁ, মনে আছে"। তাকে বলা হবে, "তুমি কি পরিমাণ জায়গা চাও তা ইচ্ছা কর"। সে ইচ্ছা করবে। তখন তাকে বলা হবে, "তুমি যে পরিমাণ ইচ্ছা করেছো তা এবং দুনিয়ার দশগুণ জায়গা তোমাকে দেয়া হলো"। একথা শুনে সে বলবে, "আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি হলেন সর্ব শক্তিমান"।

— সহিহ মুসলিম
বর্ণনাকারী ইবনে মাসুদ (রা.) বলেন,

"এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে'।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান
জান্নাতে সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করার পরও অনেক জায়গা বাকী থাকবে যা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা নতুন জীব সৃষ্টি করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

জান্নাতে যতটুকু স্থান আল্লাহ্ চাইবেন ততটুকু স্থান খালি থেকে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য এক জীব সৃষ্টি করবেন'।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল জান্নাহ

কুরআন এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন',

"মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারীর জন্য আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, আর জান্নাতে চিরস্থায়ী উত্তম বাসগৃহের; আর সবচেয়ে বড় (যা তারা লাভ করবে তা) হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এটাই হল বিরাট সাফল্য।"

— সূরাহ আত্-তাওবাহ ৭২
জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ সোনা-রুপার ইট দিয়ে নির্মিত হবে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে রাসূলুল্লাহ (সা)! সৃষ্টিকে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "পানি দিয়ে"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জান্নাত কী দিয়ে নির্মিত?" তিনি বললেন,

"একটি ইট রৌপ্যের এবং আরেকটি ইট স্বর্ণের। তার গাঁথুনি হল সুগন্ধিযুক্ত মেশক আম্বর। তার কংকর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে জীবন উপভোগ করবে, তার কোন কষ্ট হবে না। চিরকাল জীবিত থাকবে, মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের কাপড় কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না"।

— তিরমিজী- কিতাবুল জান্নাহ
জান্নাতের কোন কোন অট্টালিকায় স্বর্ণের বাগান থাকবে। আবার কোন কোনটিতে রুপার বাগান থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

দুইটি জান্নাত এমন রয়েছে যে, এর যাবতীয় পাত্রসমূহ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই রৌপ্য নির্মিত। আবার দুইটি জান্নাত এমন আছে যে এর সমস্ত আসবাবপত্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ নির্মিত। জান্নাতে আদনের অধিবাসীদের মধ্যে এবং তাদের প্রতিপালককে দর্শনের মধ্যে কেবল তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বের চাদরখানা ব্যতীত আর কোন আড়াল থাকবে না'।

— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান
জান্নাতের অট্টালিকাসমূহে সাদা মোতির নির্মিত বড় বড় সুন্দর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। আনাস বিন মালেক (রা) থেকে মিরাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,
অতঃপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সাদা মোতির নির্মিত গম্বুজ আছে। আর তার মাটি হল মেশক আম্বরের'।
— সহীহ মুসলিম - কিতাবুল ঈমান

5. জান্নাতে চিরস্থায়ী হবার ঘোষনাঃ-

মানুষ দুনিয়ায় সফল হওয়ার জন্য কত কষ্ট সহ্য করে! কেউ কেউ সফল হয়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ হতাশ হয়। একটু সুখের আশায় মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ নিজেদের জীবন জাহান্নামে পরিণত করে। অথচ প্রকৃত সফলতা আখিরাতের সফলতা। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘আর অবশ্যই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম। তবু কি তোমরা বুঝো না?’ (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ১০৯)

জান্নাত হবে চিরস্থায়ী নিবাস : আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘একজন ঘোষক (জান্নাতের মধ্যে) ঘোষণা দেবে, এখন থেকে তোমরা জীবিত থাকবে আর কখনো মরবে না। তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা অফুরন্ত ভোগবিলাসের ভেতর থাকবে, অভাব-অনটন কখনো তোমাদের স্পর্শ করবে না। এটাই আল্লাহ তাআলার এ বাণীর তাৎপর্য আর এটাই জান্নাত—তোমাদের যে জান্নাতের অধিকারী করা হয়েছে। এটা দেওয়া হয়েছে তোমাদের কাজের ফলস্বরূপ।’ [(সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৭২) (তিরমিজি, হাদিস : ৩২৪৬)]

দুনিয়ার সব কিছু ক্ষণস্থায়ী : দুনিয়ার সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। এর বিপরীতে আখিরাতের অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সেখানকার সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। তাই আমাদের আসল চিন্তা আখিরাতের হওয়া উচিত। আর আখিরাতের সুখ-শান্তি তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল। যারা দুনিয়ার জীবনে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকে, কষ্ট হলেও হালাল পথে থাকার চেষ্টা করে, তাদের জন্যই আছে স্থায়ী সফলতা; যে সফলতা অতীতের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।
কুরআন মাজিদের সূরা হিজরে আল্লহ তায়ালা বলেন -
" اَنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰت وَ عُيُوْن . اُدخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اَمِنِيْن ."

অর্থাৎ " মুত্তাকীগন থাকবে প্রসবন বহুল জান্নাতে। তাদেরকে বলা
হবে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এর মধ্যে প্রবেশ কর।" (সূরা হিজর -৪৫,৪৬ আয়াত)
সূরা যুমারে বর্নিত হয়েছে -
"حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خلدين ."
অর্থাৎ " যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও তার দুয়ার সমূহ খোলা হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি' সালাম ', তোমরা সূখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।"
(সূরা যুমার - আয়াত ৭৩)

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا دخلَ أهلُ الجنةِ الجنةَ يُنَادِي مُنادٍ: إن لكم أن تَحْيوا، فلا تَموتُوا أبداً، وإن لكم أن تَصِحُّوا، فلا تَسقَمُوا أبداً، وإن لكم أن تَشِبُّوا فلا تَهرَمُوا أبداً، وإن لكم أن تَنعَمُوا، فلا تَبْأسُوا أبدا».
[صحيح] - [رواه مسلم، وفي لفظه تقديم وتأخير]

আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সু-স্বাস্থ্য;

তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না।”
সহীহ - এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

জান্নাতিগন জান্নাতে চিরস্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রথম থেকেই দুয়ার খুলে রাখা হবে এবং জান্নাতের রক্ষী ফেরেশতাগন তাদের সালাম করবেন মুবারকবাদ জানাবেন। আর একথা শুনিয়ে দিবেন যে আপনারা এমন স্তানে বসবাস করতে যাচ্ছেন যে স্থানটি অত্যন্ত নিরাপদ,শান্তিময় ও চিরস্থায়ী।

6. আল্লহর স্থায়ী সন্তুষ্টি ঘোষনাঃ-

আবূ সা‘ঈদ আল খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ৩এও জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, হে জান্নাতীগন! তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার আনুগত্যের জন্য উপস্থিত আছি। যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। তারপর তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা জবাব দিবে, হে আমাদের রব! কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম বস্তু দান করব না? তারা বলবে, হে পালনকর্তা! এর চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? এরপর আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করব। অতঃপর তোমাদের উপর আমি আর কক্ষনো অসন্তুষ্ট হব না। (ই.ফা. ৬৮৭৮, ই.সে. ৬৯৩৫)

7.জান্নাতের প্রথম মেহমানদারীঃ-

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আর সেখানে (জান্নাতে) রয়েছে, তোমাদের কাঙ্ক্ষিত এবং চোখ জুড়ানো সব কিছু। তোমরা তথায় চিরকাল বসবাস করবে।আর এই যে, তোমরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো, এটা তোমাদের কর্মের ফল। (সূরা যুখরুফ: ৭১-৭২)
জান্নাত যেমন অকল্পনীয়, তেমনি তার নেয়ামত ও হবে অকল্পনীয়। প্রিয়নবি (সা.)ইরশাদ করেছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি, যা কখনো কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, যা সম্পর্কে কোনো মানুষের মনে কোনো ধারণাও জন্মেনি। (সহিহ মুসলিম: ৭০২৪)

জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে মাছের কলিজা দিয়ে নাশতা দেওয়া হবে। হজরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইতোমধ্যে এক ইহুদি পাদ্রি এসে বললো, ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া মোহাম্মদ’ তখন আমি তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।(ধাক্কা খেয়ে) সে আমাকে বললো, তুমি আমাকে ধাক্কা দিলে কেন?

আমি বললাম রাসূলুল্লাহ না বলে ইয়া মোহাম্মদ বললে কেন? ইহুদি বললো, আমি তো তাকে সেই নামেই ডেকেছি তার পরিবার যে নাম রেখেছে।তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমার নাম মোহাম্মদই রেখেছেন। এরপর ইহুদি বললো, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে এসেছি।

প্রতিত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে জানালে তোমার কি লাভ হবে? সে বললো, তা মনোযোগ সহকারে শুনবো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বললেন, তোমার যা জিজ্ঞাসা করার জিজ্ঞাসা করো।

ইহুদি বললো, যেদিন আকাশ ও জমিনকে পরিবর্তন করা হবে (কেয়ামতের দিবসে) সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তারা সেদিন পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকার স্থানে থাকবে। কারা সর্বপ্রথম তা পার হবে?

রাসূল (সা.)বললেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ। ইহুদি আবারো প্রশ্ন করলো, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদের কী দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে? তিনি বললেন, মাছের কলিজার।
ইহুদি পুনরায় প্রশ্ন করলো, এরপর তাদেরকে কী খাবার পরিবেশন করা হবে? তিনি বললেন, তাদের জন্য জান্নাতে পালিত ষাঁড় জবাই করা হবে । ইহুদি আবার প্রশ্ন করলো, এরপর এদের পানীয় কি হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,সালসাবিল নামক ঝর্ণার পানি। অতপর সে বললো, আপনি সত্য বলেছেন। (সহিহ মুসলিম:৬০৩)

8. জান্নাতবাসীর আকৃতি, সৌন্দর্য ও যৌবন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24)
অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। (মুতাফফিফীনঃ ২২-২৪)।

জান্নাতীগণ জান্নাতে পরিপূর্ণ নেয়ামত লাভ করবে। নিজ দেহ ও আকৃতি-প্রকৃতিতেও পরিপূর্ণ শক্তি ও সৌন্দর্য লাভ করবে। সকলেই আদি পিতা আদম (আঃ)-এর মত দীর্ঘ দেহী হবে ষাট হাত। তাদের হৃদয়ও হবে একটি মানুষের হৃদয়ের মতো, পবিত্র ও নির্মল।

জান্নাতে জান্নাতীরা অসীম রূপবান ও রূপবতী হবে। তাদের অপ্রয়োজনীয় কোন লোম থাকবে না। পুরুষদের গোঁফ-দাড়িও থাকবে না। চক্ষুযুগল হবে কাজলবরণ। সকলেই হবে ৩৩ বছরের যুবক।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “জান্নাতের প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে)

পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে (যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত।" (বুখারী-মুসলিম)

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, "(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।"

রাসুলল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেন, "জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা লোম ও শুশ্রুবিহীন হবে। যেন তাদের চোখে সুরমা লাগানো হয়েছে। তাদের বয়স হবে (ত্রিশ অথবা) তেত্রিশ।" (আহমাদ, তিরমিযি)

হাদিস থেকে জানা যায়, যাকে সর্বনিম্ন মর্যাদার বিবেচনায় জান্নাত দেওয়া হবে, সেটিও ১০ দুনিয়ার সমান হবে। (মুসলিম, হাদিস : ১৮৬)
কাজেই এই বিশাল জান্নাতে একজন মুমিনের দৈহিক গঠন কেমন হবে, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে মৌলিক কথা হলো, জান্নাতে দুনিয়ার এই দৈহিক কাঠামো থাকবে না। জান্নাতের বিশাল রাজ্যে রাজত্ব করার জন্য জান্নাতি সাজে জান্নাতবাসীদের দেহ সাজানো হবে। সেখানে নতুন দেহ, নতুন বয়সে নতুনভাবে মুমিনরা নিজেদের আবিষ্কার করবে। জান্নাতবাসীদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ৬০ হাত। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে তাঁর যথাযোগ্য গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ৬০ হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বলেন, তুমি যাও। উপবিষ্ট ফেরেশতাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগসহ শুনবে তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়। কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা)। তাই তিনি গিয়ে বলেন, 'আসসালামু আলাইকুম।' তাঁরা জবাবে বলেন, 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ।' তাঁরা বাড়িয়ে বলেন, 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নবী (সা.) আরো বলেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম (আ.)-এর আকৃতিবিশিষ্ট হবে। তার পর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। (বুখারি, হাদিস : ৬২২৭)

এ হাদিস থেকে জানা যায়, মানুষ আদম (আ.)-এর আকৃতিতে অর্থাৎ ৬০ হাত দৈর্ঘ্যের দেহ নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই দেহ শক্তিমত্তার দিক থেকে দুনিয়ার দেহের চেয়েও ভিন্ন হবে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনকে এত এত পরিমাণ দৈহিক শক্তি প্রদান করা হবে। প্রশ্ন

করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! তারা এমন করতে সক্ষম হবে? তিনি বলেন, প্রত্যেককে এক শ জনের সমান শক্তিমত্তা প্রদান করা হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৫৩৬)

আর হ্যাঁ, জান্নাতে বার্ধক্য থাকবে না। মানুষগুলো চিরতরুণ চিরসবুজ থাকবে। তাদের বয়স হবে ৩০ থেকে ৩৩ বছর। এবং তাদের দাড়ি থাকবে না। শরীরে কোনো পশম থাকবে না। মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ৩০ অথবা ৩৩ বছরের যুবক। (তিরমিজি, হাদিস : ২৫৪৫)
জান্নাতবাসীদের দৈহিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য কেমন হবে—এমন প্রশ্নের জবাব এসেছে অন্য হাদিসে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে দল প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তারা সেখানে থুতু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না, মলমূত্র ত্যাগ করবে না। সেখানে তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের; তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের, তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধি কাষ্ঠ। তাদের গায়ের ঘাম মিসকের মতো সুগন্ধময় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দুজন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের কারণে গোশতভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সবার অন্তর এক অন্তরের মতো হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করতে থাকবে।’ (বুখারি, হাদিস : ৩২৪৫)

9. জান্নাতের বৃক্ষরাজি ও ফলমূলঃ-

অর্থাৎ, উভয়ই বহু ডালপালাবিশিষ্ট (গাছে পরিপূর্ণ)। (রাহমানঃ ৪৮)

অন্য স্থানে বলেছেন,

مُدْهَامَّتَانِ

অর্থাৎ, ঘন সবুজ এ (জান্নাতের) বাগান দু’টি। (রাহমানঃ ৬৪)

আর তার জন্যই তার ছায়া হবে ঘন। ছায়ার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

অর্থাৎ, তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসাঃ ৫৭)

জান্নাতে সূর্য নেই। সুতরাং সেখানে সর্বদা সর্বস্থানে ছায়া আর ছায়া। মহান আল্লাহ বলেন,

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

অর্থাৎ, সম্প্রসারিত ছায়া। (ওয়াক্বিআহঃ ৩০)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُون

অর্থাৎ, আল্লাহ-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরনাসমূহে। (মুরসালাতঃ ৪১)।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُون

অর্থাৎ, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। (ইয়াসীনঃ ৫৬)
জান্নাতে আছে বিশাল বিশাল গাছ। একটি গাছের কথা উল্লেখ করে নবী (ﷺ) বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘাোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।" (বুখারী-মুসলিম)।

জান্নাতে 'তুবা' নামের একটি গাছ আছে। এ গাছটি ১০০ বছরের অতিক্রম্য জায়গা জুড়ে অবস্থিত। এর মোছা থেকে জান্নাতীদের বস্ত্র নির্মিত হবে। (আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১৯৮৫নং)।

জান্নাতুল মাওয়ার কাছে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র কথা কুরআনে এসেছে,

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (13) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (14) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (17) لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মাওয়া) বাসাোদ্যান। যখন (বদরী) বৃক্ষটিকে, যা আচ্ছাদিত করার ছিল তা আচ্ছাদিত করল, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। নিঃসন্দেহে সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (নাজমঃ ১৩-১৮)

এটা হল মিরাজের রাতে যে জিবরীল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন, তারই বর্ণনা। এই সিদৰাতুল মুন্তাহা' হল ষষ্ঠ বা সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি কুল (বরই) গাছ। যার ফলগুলি কলসের মত বড় বড় এবং পাতাগুলি হাতির কানের মত ঢাোলা ঢাোলা। (বুখারী-মুসলিম)

10.জান্নাতের নহরসমূহঃ-

এই চার শ্রেণীর নদীর কথা হাদীসেও রয়েছে। (আহমাদ, তিরমিযী) তবে হাদীসের শব্দে 'বাহর' বলা হয়েছে, যার অর্থ হয় সমুদ্র। অবশ্য 'বাহর' মানে বড় নদও করা হয়। আর সমুদ্র হলে সেটাই হবে নদীর উৎস, যেমন হাদীসে সে কথার উল্লেখ এসেছে।

জান্নাতের পানি, দুধ, শারাব, মধু প্রভৃতি দুনিয়ার মত নয়। এসব কিছুরই স্বাদ ভিন্ন এবং অপরিবর্তনীয়, বিনষ্ট হয় না, শারাবে জ্ঞান শূন্য হয় না, কোন শিরঃপীড়ায় ধরে না। (ওয়াক্বিআহঃ ১৯)।

জান্নাতের একটি নদীর নাম 'বা-রিক্ব'। এটি জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত। এরই নিকটে শহীদগণের আত্মা অবস্থান করবে। (আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)
আল্লাহ তাআলা মুমিন ও নেককার বান্দার জন্য, জান্নাতে চারটি নদী প্রবাহিত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলার তৈরী, জান্নাতের নদীর নাম ও ঝর্না সমূহ সম্পর্কে আপনারা যারা জানেন না। তারা এই আর্টিকেল টি পড়ে জান্নাতের নদীর নাম ও ঝর্না সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

জান্নাতের নদীর নাম চার টি
আল্লাহ তাআলা জান্নাতে চার টি নদী বান্দার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। জান্নাতের চারটি নদীর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে পানির, দ্বিতীয় টি মধুর, তৃতীয় টি দুধের আর চতুর্থ টি শরাবের। জান্নাতের এই চারটি নদী থেকে আরও অসংখ্য ছোট ছোট নদী প্রবাহিত থাকবে। বেহেস্তের প্রতিটি প্রাসাদের সঙ্গে এই চার নদীর সংযোগ স্থাপন থাকবে। জান্নাতের নদী গুলোর কস্তুরির পাহাড় ও আদন থেকে উৎসারিত হয়ে গর্তের মতো বিশাল বিস্তৃত নিচু স্থানে জমা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗىۖ وَلَهُمۡ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ [محمد: ١٥]

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত সত্য, তাতে আছে নির্মল পানির নহর সমূহ, আছে দুধের নহর সমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর সমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহর সমূহ। এছাড়া সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল।"(মুহাম্মদঃ ১৫)

মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

. (إن في الجنة بحر الماء , وبحر العسل , وبحر اللبن , وبحر الخمر , ثم تشقق الأنهار بعد » . (رواه الترمذي »

নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে থাকবে পানির নদী, মধুর নদী, দুধের নদী এবং মদের নদী অতঃপর নদী-নালার ব্যবস্থা করা হবে। তিরিমিযীঃ ২৫৭১
আল্লাহ তাআলা বলেন, দুনিয়ায় যারা মদ পান করে। তারা জান্নাতের শরাব থেকে বঞ্চিত থাকবে। পানি, মধু, দুধ ও শরাব কখনও বিস্বাদ বা বিবর্ণ হবে না। ইবনে হিব্বান- ১০/২৪৯, তিরমিজি- ২৫৭১, কানযুল উম্মাল- ৩১৮৪৬, ৩৯২৩৯, ইবনে আবি শায়বা- ১৫৯৩৮, তাফসির ইবন কাসির- ৪/১৭৬

11. জান্নাতের বরকতময় নদী 'কাওসার'ঃ-
জান্নাতের যে চার টি নদীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিশেষায়িত নদীর নাম হচ্ছে 'কাউসার'। এটা অফুরন্ত কল্যাণ ও বরকতের আধার। প্রায় ৫০ জন সাহাবি এই 'কাউসার'-এর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হজরত মুহাম্মদ

(সা.) কে 'কাউসার' বিশেষভাবে দান করেছেন। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন আমরা মদিনার মসজিদে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম।

হঠাৎ তার মধ্যে তন্দ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। কিছুক্ষন পর তিনি হাসিমুখে মাথা উঁচু করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার হাসির কারণ কী? আমরা কি জানতে পারি। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বললেন, এই মুহূর্তে আমার ওপর একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ তার উপর নাযিল কৃত সুরা "কাউসার" পাঠ করলেন। আর বললেন, 'কাউসার' কী তোমরা জানো?

আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুল ভালো জানেন। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বললেন, এটা জান্নাতের একটি নদী। আমার পালনকর্তা এই নদীটি আমাকে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আর এই নদীতে রয়েছে অজস্র কল্যাণ। এই নদী থেকে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে পারবে। সুবাহান আল্লাহ।

আল্লাত তাআলা আমাদের সবাই কে এই অজস্র কল্যাণ ও বরকতময় কাউসার নদী থেকে। পানি পান করার তৌফিক দান করুক। আমিন।

12. জান্নাতের ঝর্নাসমূহঃ-

আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দার জন্য নদীর সাথে ঝর্না ধারার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ঝর্না গুলো বাগানের পাশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে। ঝর্না সমূহ বাগানের সৌন্দর্য বাড়াবে জন্য একত্রে থাকবে। একই স্থানে নানা ধরনের ফুল ফলের বাগান বিরাজ করবে। বড় বড় ছায়াদার বৃক্ষরাজি, ঝর্ণা সমূহ, সাথে বিশাল আয়তনের অট্টালিকা সমূহ প্রস্তুত থাকবে। পাশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদী, একত্রে এগুলোর সমাবেশ ঘটলে পরিবেশ কত মোহিনী মনোমুগ্ধকর হতে পারে। তা লিখে বা বর্ণনা করে বুঝানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র মনের চোখে কল্পনার ছবি দেখে কিছুমাত্র অনুমান করা সম্ভব।

জান্নাতের ঝর্না সমূহ তিন টি হলো :

১। জান্নাতের কাফুর ঝর্নাঃ
এই ঝর্নার পানি হবে সুঘ্রাণ ও সুশিতল। এই ঝর্নার পাশ দিয়ে যে জান্নাতি মেহমান যাবেন। তিনি এই কাফুর ঝর্নার সুঘ্রান অনুভব করতে পারবেন। যা তিনি আগে কখনো অনুভব করেন নি। দুনিয়ার কোন সুঘ্রানের সাথে এই ঝর্নার পানি তুলনা করা যায় না। কাফুর ঝর্নার সুশিতল পানি পান করলে দেহ ঠান্ডা হয়ে যাবে। জান্নাতের মধ্যে বান্দা যখন এই পানি পান করবে। তার আর সহজে পিপাসা হবে না।
২। জান্নাতের সালসাবিল ঝর্নাঃ
এই ঝর্নার পানি হবে ফুটন্ত চা ও কপির ন্যায় সুগন্ধি ও উত্তপ্ত। জান্নাতের মধ্যে বান্দা যখন চা অথবা কফি ন্যায় কিছু খেতে চাইবে। তখন এই সালসাবিল ঝর্না থেকে ঐ বান্দাকে দেওয়া হবে। এই সালসাবিল ঝর্নার পানি এতটা সুগন্ধি ও উত্তপ্ত হবে। যা দুনিয়ার কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

৩। জান্নাতের তাছনীম ঝর্নাঃ

এই ঝর্নার পানি থাকবে নাতিশীতোষ্ণ। তাছনীম ঝর্নার পানি কখনো উত্তপ্ত গরম বা ঠান্ডা হবে না। আল্লাহ তাআলা এই তাছনীম ঝর্না এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। তার নেককার বান্দা যেন কখনো ঠান্ডা অথবা উত্তপ্ত গরম অনুভব না করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা সূরা যারিয়াতে বলেছেন,

إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ١٥ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُحۡسِنِينَ ١٦ ﴾ [الذاريات: ١٥، ١٦]

‘‘অবশ্য মুমিন মুক্তাকী বান্দারা সেদিন বাগান ও ঝর্না ধারা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবে আনন্দে তারা তা গ্রহণ করতে থাকবে। কেননা, তারা এর আগে মুহসিন (সদাচারী) বান্দা হিসেবে পরিচিত ছিলো।’’ (সূরা যারিয়াতঃ আয়াত নং- ১৫-১৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে তার ইবাদত করে। তার জন্য বেহেশতে রয়েছে দুটি উদ্যান। উভয় উদ্যানই ঘন শাখা পল্লব বিশিষ্ট। উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুটি ঝর্না।’ (সুরা আর-রাহমান : ৪৬-৫০)। এই ঝর্না ও নদীর উত্তাল প্রবাহ মুহূর্তের জন্য থেমে থাকবে না। দুই নদীর তীরে অবসর ও বিশ্রামের জন্য থাকবে সারি সারি তাঁবু, আনন্দ উপকরণ ও সেবক সেবিকা।

13.জান্নাতের পানীয় ও শরাবান তহুরাঃ-

জান্নাতে আছে পানির সমুদ্র ও নদী, শারাবের সমুদ্র ও নদী, মধুর সমুদ্র ও নদী, দুধের সমুদ্র ও নদী। তাছাড়া ঝরনাও রয়েছে সেখানে। সেখান হতে জান্নাতীরা ইচ্ছামত পান করতে পারবে। খাদেমদের মাধ্যমেও পান করানো হবে। এক ঝরনা থেকে কপূর-মিশ্রিত পানি পান করবে। (দাহরঃ ৫-৬) সালসাবীল ঝরনা থেকে আদা-মিশ্রিত পানি পান করবে। (ঐঃ ১৭-১৮) তাসনীম ঝরনা থেকেও পান করবে বেহেস্তী পানি। (মুত্বাফফিফীন ২৭-২৮)
জান্নাতীরা জান্নাতে পবিত্র শারাব পান করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা অলঙ্কৃত হবে রৌপ্য-নির্মিত কঙ্কনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। (দাহরঃ ২১)

বেহেশতের সে শারাব কিন্তু কোনভাবেই দুনিয়ার মদের মত নয়। দুনিয়ার মদে নেশা হয়, মাথা ঘোড়ে, পেটে ব্যথা হয়, বমি হয়, রোগ সৃষ্টি হয়। তাতে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়, ভুল বকে, মাতলামি করে। কিন্তু জান্নাতের শারাব এ সবকিছু থেকে পবিত্র।

মহান আল্লাহ বলেন,

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون (47)

অর্থাৎ, তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে প্রবাহিত শারাবের পানপাত্র, যা হবে শুভ্র উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং এতে তারা নেশাগ্রস্তও হবে না। (স্বা-ফফাতঃ ৪৫-৪৭)

সুতরাং জান্নাতের শারাব হবে সাদা, সুস্বাদু। যা পান করে মন আমেজের সাথে পরিতৃপ্ত হবে। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ

অর্থাৎ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নদীমালা আছে। (মুহাম্মাদঃ ১৫)

সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, তাতে নেশা হবে না, মাথা-ব্যথাও হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (18) لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (19)

অর্থাৎ, তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা---পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। সেই সুরা পানে তাদের মাথাব্যথা হবে না, তারা জ্ঞান-হারাও হবে না। (ওয়াক্বিআহঃ ১৭-১৯)।

তা পান করে কেউ আবোল-তাবোল বকবে না, কোন অস্বাভাবিক আচরণও করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

অর্থাৎ, সেখানে তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে (মদ ভরা) পান-পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। (তূরঃ ২৩)

সে এক অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ মদিরা। যাতে থাকবে কস্তুরীর মিশ্রণ। যা থাকবে সীল করা, মোহর আঁটা। মহান আল্লাহ বলেন,

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ (26)

অর্থাৎ, তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। (মুত্বাফফিফীনঃ ২৫-২৬)।

জান্নাতীরা ইচ্ছামত খাবে ও পান করবে; কিন্তু মলমূত্র হবে না। সব কিছু হজমে গন্ধহীন হাওয়া হয়ে ঢেকুরের সাথে অথবা কস্তুরীর মত সুগন্ধময় ঘাম হয়ে নির্গত হয়ে যাবে। (মুসলিম ২৮৩৫নং)

প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতীরা যদি চিরসুখী, চিরবিলাসী, জান্নাতে যদি ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই, প্রস্রাব নেই, পায়খানা নেই, তাহলে জান্নাতীরা পানাহার করবে কেন? মহান আল্লাহ তো বলেছেন,

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ (119)

অর্থাৎ, তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না। সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রোদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। (ত্বাহাঃ ১১৮-১১৯)

আসলে পানাহার ক্ষুধা অনুভব করার পর নয়, ক্ষুধা নিবারণের জন্যও নয়। বরং তা অতিরিক্ত সুখ ও তৃপ্তি দান করার জন্য।

শারাবান ত্বাহুরার পরিচয়ঃ

'শারাবান ত্বাহুরা' জান্নাতবাসিদের বিশেষ পানীয়। এ পানীয় জান্নাতিদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, মূল্যবান প্রতিদান। জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে নিজেদের ইচ্ছানুসারে খাবে পান করবে। জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ কালে জান্নাতের প্রবেশ মুখে তাদের জন্য সর্বপ্রথম পানীয় হিসেবে যে পানীয় দেয়া হবে সে পানীয়ই হলো 'শারাবান ত্বাহুরা'। আলী (রা.) বলেন, 'জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালে দেখতে পাবে জান্নাতের প্রবেশ মুখে একটি সুন্দর বৃক্ষ, উক্ত বৃক্ষের নিচ থেকে দুটি ঝর্ণা প্রবাহমান রয়েছে। ঝর্ণা দুটির প্রথমটি থেকে যখন তারা পানি পান করবে তখন তাদের মনে পরম আনন্দের দোলা পরিলক্ষিত হবে। তাঁেদর পরম আনন্দে আর কখনো পরিবর্তন হবেনা, তাদের সুখে কখনো বিন্দু পরিমান ঘাটতি হবেনা। প্রথম নহরের পানি পানে জান্নাতিগণ 'নদরাতুন নাঈম' নামক নেয়ামত লাভে ধন্য হবে। এরপর তারা দ্বিতীয় ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে, এ পানি পান করার সাথে সাথে তাদের অন্তর পবিত্র হয়ে যাবে। তাদের অন্তরে কোন হিংসা বিদ্বেষ, জিঘাংসা, কুটিলতা, প্রতিশোধ পরায়নতা ইত্যাদি বদ স্বভাব থাকবে না। এমনকি এ পানি পানের সাথে সাথে তাদের পেট এতই বিশুদ্ধ হয়ে যাবে যে, চির দিনের জন্য পায়খানা ও পেশাবের আর প্রয়োজন হবে না। জান্নাতীগণ জান্নাতের খাবার শেষে যখন 'শারাবান ত্বাহুরা' পান করবেন তখন তাদেও খাবার হজম হয়ে দেহে একপ্রকার ঘাম দিবে যেটি খুবই সুঘ্রাণ।' (তাফসীরে কুরতুবী)। এ প্রসঙ্গ পবিত্র হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সালাøল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতী লোকেরা সেখানে পানাহার করবে। তবে তারা পায়খানা করবে না এবং নাকও ঝাড়বেনা, পেশাবও করবে না। তাদের (ঐ) খাদ্য (নিঃশেষ হয়ে যাবে) মিশকের সুঘ্রান বিচ্ছুরণের ন্যায় ঢেকুর (দ্বারা)। (সহীহ মুসলিম: হাদিস: ৬৮৯১)। তাদের জন্য 'শারাবান ত্বহুরা' ব্যতিত আরো পানীয় রয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যারা স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। (সুরা মুহাম্মদ: আয়াত: ১৫)।

শারাবান ত্বাহুরার বৈশিষ্ট্যঃ

মুফাসসিরগণের মতে, সকল জান্নাতী বিভিন্ন পানীয় পান করবেন, আল্লাহপাক তাদেরকে 'বিশেষ পানীয়' পান করাবেন। এ পানীয়টি হলো 'শারাবান ত্বাহুরা'। এ পানীয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা বলেন, জান্নাতের খাবার খেয়ে জান্নাতীগণ তৃপ্তি লাভ করবেন, তৃপ্তিকে আরো পরিপূর্ণতা দিতে রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য সকল শ্রেষ্ঠ উপাদানের সমন্বয়ে বিশেষ পানীয় 'শারাবান ত্বাহুরা' এর ব্যবস্থা রেখেছেন। জান্নাতীগণ যখন এ পানীয় পান

করবেন তখন তাদের অন্তর সতেজ হয়ে উঠবে, দেহের শক্তিমত্তা বহুগুন বৃদ্ধি পাবে, দেহ থেকে নির্গত ঘাম থেকে মেশকের চাইতেও বেশি সুঘ্রাণ বের হবে। ইমাম বাকের (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক 'শারাবান ত্বাহুরা' পান করিয়ে জান্নাতিদের কলব তথা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবেন। অর্থ্যাৎ এ পানি যারা পান করবে তাদের অন্তরে কোন হিংসা, বিদ্বেষ থাকবে না।

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম বলেন, জান্নাতের সকল পানীয়ের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বিশেষ পানীয় কে 'শারাবান ত্বাহুরা' বলা হয়। যেমন একটা পানীয় হলো 'রাহিকুম মাখতুম' আরেকটি হলো 'তাসনীম' নামক পানীয়। জান্নাতের স্বাভাবিক পানির কথা পবিত্র কুরআনে 'মাউম মুছাফ্ফা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জান্নাতীগণ যেসব পানীয় পান করবেঃ

১।সালসাবীল নামক পানীয়ঃ জান্নাবাসীগণ সালসাবীল নামক পানীয় পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য হলো ইহা একেবারে স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও শীতল। জান্নাতবাসীগণ এ পানি পান করার সময় গলনালিতে মিষ্টতা অনুভব করবে। এ পানি যখন পেটে গিয়ে পৌঁছবে তখন নিদারুন স্বাদ আস্বাদন করবে। মুফাসসিরগণ বলেন, সালসাবীল নামক এ সুপেয় পানির উৎস হলো 'জান্নাতুল আদন'। এ পানি জান্নাতের সকল স্তরে পাওয়া যায় বিধায় এ পানিকে সালসাবীল বলা হয়।

২।কাফুর মিশ্রিত পানীয়ঃ পবিত্র কোরআন মাজীদে বর্ণিত 'আবরার' খ্যাতি লাভ কারী পূণ্যবান জান্নাতীদের জন্য বিশেষায়ীত পানীয় হলো কাফুর মিশ্রিত পানীয়। এ পানির বৈশিষ্ট্য হলো ইহা অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। মুফাসসিরদের মতে, এ পানির গুনাগুণ বর্ণনাতীত। এ পানি পানের পর জান্নাতীদের মুখ থেকে এমন এক ধরণের সুঘ্রাণ ছড়াবে যাতে অপরাপর জান্নাতীগণ বিমোহিত হয়ে যাবে। এ ধরণের আবহ সকল নেককার জান্নাতীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩।তাসনীম নামক পানীয়ঃ তাসনীম হলো জান্নাতের একটি বিখ্যাত ঝর্ণা। আরশে পাক থেকে উৎসারিত এ ঝর্ণার পানীয়কে 'তাসনীম' হিসেবে পবিত্র কোরআন বর্ণনা করেছে। এ ঝর্ণার পানির বৈশিষ্ট্য হলো জান্নাতের অন্য সকল ঝর্ণার পানির চাইতেও শ্রেষ্ঠতর। এ পানি পানের সৌভাগ্যবান কেবলমাত্র 'মুর্কারাবিন' খ্যাত বান্দাহগণ। যে সকল বান্দাহ নেক আমল করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করেছেন তাদেরকে মুকাররাবিন বলা হয়।

৪। খামর নামক পানীয়ঃ জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহপাক 'খামর' নামক বিশেষ পানীয়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। দুনিয়াবী খামর এর মধ্যে নেশার প্রভাব বিদ্যমান। খামর পানকারী ব্যক্তি নেশার প্রভাবে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, ভালো মন্দ কোনটিই বুঝতে পারে না। জান্নাতের 'খামর' বৈশিষ্ট্য হলো এ পানীয় অত্যন্ত সুস্বাদু ও রুচিকর। জান্নাতীদের চির যৌবনের সজিবতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি করবে এ বিশেষ পানীয়। এ পানীয়তে মস্তিষ্ক বিকৃতি কিংবা জ্ঞান বিলোপ হবে না। বরং এর প্রভাবে সকলের জন্য নির্ধারিত জান্নাতি স্ত্রীদের প্রতি অগাধ ভালোবাসার আসক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫। যানযীল নামক পানীয়ঃ জান্নাতবাসী মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে বিশেষ পানীয় হলো 'যানযীল'। 'যানযীল' নামক পানীয় টি বিভিন্ন উপকারী উপাদেয় উপাদানে ভরপুর। আল্লাহ রাব্বুল এ পানীয়ের মাধ্যমে জান্নাতীদেরকে সম্মানিত করবেন। উল্লেখ্য যে, আরবী শব্দ 'যানযীল' দ্বারা 'আদা' নামক মসলাকে বুঝায়। আদার মধ্যে বিরাট ঔষধিগুণ রয়েছে। আদার রস বিভিন্ন দুরারোগ্য বাধ্যিতে ব্যবহার করা হয়। আদার রস নিষিক্ত বিশেষ পানি অনেক রোগ জীবাণু বিদুরিত করে, রোগীকে রোগমুক্ত করে, রোগীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৬। দুধঃ দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়। মানবজাতীর প্রতিটি মানুষই প্রথম খাবার ও পানীয় হিসেবে দুধকেই গ্রহন করে। মায়ের দুধ কেবল সন্তানের জন্য খাদ্য ও পানীয়ই নয় রবং এটি একপ্রকার মহৌষোধ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতবাসীদের জন্য দুধের নহর এর ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রত্যেক জান্নাতি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে দুধ পান করবে।

৭। মধুঃ মধু আল্লাহপাকের মহা নেয়ামত। প্রাকৃতিক গুনাগুন সম্পন্ন ঔষধি খাবার হলো মধু। মধু মানব দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে। মহান আল্লাহপাক সকল জান্নাতির জন্য বিশুদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট মধুর নহরের ব্যবস্থা রেখেছেন। সকল জান্নাতি প্রয়োজন মাফিক মধু সেবন করবে। নেককার বান্দাহদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মধুপান করানো উত্তম মেহমানদারীর শ্রেষ্ঠ নমুনা।

14.জান্নাতিদের সাজসজ্জা, পোশাক, আসন ও বিছানাঃ-

জান্নাতে তার বাসিন্দাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। মহান আল্লাহ বলেন,

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখায়। তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখায় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (হাজ্জঃ ২৩)

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

অর্থাৎ, তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাকপরিচ্ছদ হবে রেশমের। (ফাত্বিরঃ ৩৩)।

তাদের বসন হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম। তারা অলঙ্কৃত হবে। রৌপ্য নির্মিত কঙ্কনে। মহান আল্লাহ বলেন,

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র। (কাহফঃ ৩১)।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ

অর্থাৎ, তাদের দেহে হবে মিহি সবুজ এবং মোটা রেশমী কাপড়, তারা অলক্ত হবে রৌপ্য-নির্মিত কনে। (দাহরঃ ২১)

জান্নাতে জান্নাতীরা রেশমের রুমাল ব্যবহার করবে। (বুখারী)

শহীদ জান্নাতীর মাথায় মুকুট শোভা পাবে। যার একটি চুনির মূল্য দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা বেশি। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

জান্নাতে রয়েছে হেলান দিয়ে উপবেশনের জন্য রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশ, স্বর্ণখচিত আসন। মহান আল্লাহ বলেন,

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

অর্থাৎ, সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়। (রাহমানঃ ৫৪)

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

অর্থাৎ, তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার উপরে। (রাহমানঃ ৭৬)

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

অর্থাৎ, তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। (তুরঃ ২০)।

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ (15) مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)

অর্থাৎ, স্বর্ণখচিত আসনে। তারা আসনে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (ওয়াক্বিআহঃ ১৫-১৬) আভিজাত্যসম্পন্ন বিলাসিতার জন্য জান্নাতে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যা রয়েছে শয়নের জন্য এবং রয়েছে সারি সারি উপাধান, বিছানা, গালিচা। মহান আল্লাহ বলেন,

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16)

অর্থাৎ, সেখানে রয়েছে সমুচ্চ বহু খাট-পালঙ্ক এবং সদা প্রস্তুত পান পাত্রসমূহ ও সারি সারি বালিশসমূহ এবং বিছানো গালিচাসমূহ। (গাশিয়াহঃ ১৩-১৬)

জান্নাতের ব্যবহার্য সকল জিনিসই সোনা অথবা রূপার। সেখানে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে সোনার থালা ও পান-পাত্রে। (যুখরুফঃ ৭১)

রৌপ্য নির্মিত স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। (দাহরঃ ১৫) তাদের চিরুনীও হবে স্বর্ণ-নির্মিত। (বুখারী-মুসলিম)

15. জান্নাতের পবিত্র স্ত্রীগনঃ-

জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

অর্থাৎ, আর যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে, তাদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ করাব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী আছে এবং তাদেরকে চিরস্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় স্থান দান করব। (নিসাঃ ৫৭, আরো দ্রঃ বাকারাহঃ ২৫, আলে ইমরানঃ ১৫)

বেহেস্তী পত্নী, হুর বা অপসরা। তাঁদের সাথে জান্নাতীদের বিবাহ হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

অর্থাৎ, এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। (দুখানঃ ৫৪)।

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

অর্থাৎ, তারা বসবে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের বিবাহ দেব আয়তলোচনা হুরদের সঙ্গে। (তুরঃ ২০)।

বলা বাহুল্য, তাদেরকে স্বর্গ-বেশ্যা বা স্বর্গীয় বারাঙ্গনা বলা বেজায় ভুল। তারা স্ত্রী। তারা একই স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তারা দুশ্চরিত্রা, কুলটা বা ভ্রষ্টা নয়। তারা পর পুরুষের প্রতি নজর তুলেও দেখবে না।

প্রতি জান্নাতী স্বীয় আমল অনুযায়ী দুই বা ততোধিক বেহেস্তী স্ত্রী পাবে। শহীদের হবে বাহাত্তরটি স্ত্রী।

নবী (ﷺ) বলেন, “আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।” (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৫ ১৮২ নং)

সপত্নী (সতীন)দের মাঝে আপোষের কোন ঈর্ষা ও কলহ থাকবে না। (আল-কুরআন ৭/৪৩, ১৫/৪৭)।

দুনিয়ার স্ত্রী বেহেশতে গেলে, সেও স্বামীর সাথে বাস করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ দান কর; যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছ (এবং তাদের) পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে (যারা) সৎকাজ করেছে, তাদেরকেও (জান্নাত প্রবেশের অধিকার দাও)। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (মু'মিনঃ ৮)।

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ

অর্থাৎ, স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (রা'দঃ ২৩)

অর্থাৎ, স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতিপত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশ্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (রা'দঃ ২৩)

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। (যুখরুফঃ ৭০)

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ

অর্থাৎ, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। (ইয়াসীনঃ ৫৬)।

পার্থিব স্ত্রীর রূপ-গুণ বেহেস্তী স্ত্রীদের তুলনায় অধিক হবে। বেহেশতী হুরগণ তাদের পার্থিব সপত্নীর খিদমত করবে।

অবিবাহিত নারী এবং যার স্বামী দোযখবাসী হবে, তাদের ইচ্ছামত জান্নাতী কোন পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। কয়েকটি দুর্বল হাদীসে এসেছে যে, মারয়্যাম, আসিয়া ও (মূসা নবীর বোন) কুলসুমের বিবাহ হবে শেষ নবী (ﷺ)-এর সাথে। (সিঃ যয়ীফাহ ৫৮৮৫, সঃ জামে' ১২৩৫, ১৬১ ১নং)।

পৃথিবীতে যে নারীর একাধিক বার একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ হয়েছিল তারা সকলেই জান্নাতে গেলে তার পছন্দমত একজন স্বামীর সাথে বাস করবে। যেহেতু সেখানে মনমতো সবকিছু পাওয়া যাবে। নচেৎ শেষ স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকবে। (সঃ জামে' ৬৬৯ ১নং)

একদা হুযাইফা (রাঃ) তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি যদি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাও, তাহলে আমার পরে আর কাউকে বিয়ে করো না। কারণ, মহিলা তার পার্থিব শেষ স্বামীর অধিকারে থাকবে। (বাইহাকী, সিঃ সহীহাহ ১২৮১নং)

আর সম্ভবতঃ এই জন্যই মহানবী (ﷺ) এর ইন্তিকালের পর তার স্ত্রীদের বিবাহ হারাম ছিল। কারণ, তারা জান্নাতেও তার বেহেশতী পত্নী।

সকল স্ত্রীগণই সদা পবিত্রা থাকবে। সেখানে তাদের কোন প্রকারের স্রাব, মল, কফ, থুথু, ঋতু ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। (বুখারী ৩৩২৭, মসলিম ২৮৩৫নং) স্বামী সহবাসেও চিরকুমারী এবং অনন্ত যৌবনা থাকবে। বীর্যপাত বা কোন অপবিত্রতাও থাকবে না। কেউ কোনদিন গর্ভবতীও হবে না। অবশ্য কোন জান্নাতীর শখ হলে তার ইচ্ছামত ক্ষণেকে তার স্ত্রী গর্ভবতী হবে এবং সন্তান প্রসব করবে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। (তিরমিযী ২৫৬৩, আহমাদ ৩/৮০ দারেমী)।
বেহেস্তী হুর। হুর সেই মহিলাদেরকে বলা হয়, যাদের চোখের তারা খুব কালো এবং বাকী অংশ খুব সাদা। এদের চোখের অন্য এক সৌন্দর্য বর্ণনায় বলা হয়, ঈন। তার মানে ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট মহিলা।তারা লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তন্বী---সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُون

অর্থাৎ, যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম। (স্বা-ফফাতঃ ৪৯)

وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون
অর্থাৎ, আর (তাদের জন্য থাকবে) আয়তলোচনা হুর; সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। (ওয়াক্বিআহঃ ২২-২৩)
সে সুনয়না তরুণীগণ---যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে তাকিয়েও দেখবে না। প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ এ সকল তরুণীদের স্বচ্ছ কাচ সদৃশ দেহকান্তি হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان (58)

অর্থাৎ, সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না; যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তারা (সৌন্দর্যে) যেন পদ্মরাগ ও প্রবালসদৃশ। (রাহমানঃ ৫৬-৫৮)।

বাহির হতে তাদের অস্থি-মধ্যস্থিত মজ্জা পরিদৃষ্ট হবে। (মুসলিম ২৮৩৪)

তারা হবে শতরূপে অপরূপা সুন্দরী বধূ। মহান আল্লাহ বলেন,

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73)
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان (74)

অর্থাৎ, সে সকলের মাঝে রয়েছে উত্তম চরিত্রের সুন্দরীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি। (রাহমানঃ ৭০-৭৪)

সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী, যাদেরকে আল্লাহপাক জান্নাতীদিগের জন্য বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছেন। তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা তরুণী। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (29)

অর্থাৎ, তাদেরকে (হুরীগণকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী। প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা। ডান হাত-ওয়ালাদের জন্য। (যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সেখানে আছে কঁাটাহীন। কুলগাছ। কাঁদি ভরা কলাগাছ। (ওয়াক্বিআহঃ ২৭-২৯)।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহভীরুদের জন্যই রয়েছে সফলতা; উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। (নাবাঃ ৩১-৩৩)
দুনিয়ার বৃদ্ধাগণও সেদিন যুবতীতে পরিণত হবে।

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ করে দিন, যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি মস্করা
করে বললেন, ‘বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” তা শুনে বৃদ্ধা কঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, “ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও জান্নাতে যাবে না।” (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) (শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নং)

যৌবন-পরিপক্কতায় সকল স্ত্রীর বয়স হবে তেত্রিশ বছর। সকলের দেহ হবে ষাোড়শীর মত, যাদের বুকের উঁচু উঁচু সুডৌল স্তনযুগল নতমুখী হয়ে ঢলে যাবে না।

সেই বেহেস্তবাসিনী, রূপের ডালি, ঝলমলে লাবণ্যময়ী, সুবাসিনী কোন যুবতী যদি পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন আকাশে উকি মারে, তাহলে তার রূপালোকে ও সৌরভে সারা জগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। অনন্ত যৌবনা---এমন সুরমার কেবলমাত্র শীর্ষস্থিত উত্তরীয় খানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু হতে উত্তম ও মূল্যবান। (বুখারী ৬৫৬৮নং)

16.জান্নাতের কিশোর সেবকগনঃ-

জান্নাতীদের অতিরিক্ত সুখ-সুবিধায় রাখার জন্য মহান আল্লাহ তাদের খিদমত ও সেবার ব্যবস্থা রেখেছেন। তাদের জন্য চিরকিশোর গিলমান' সৃষ্টি করে রেখেছেন জান্নাতে। তারাই ঘুরে-ফিরে তাদের প্রয়োজনীয় খিদমত করবে।অনেকে বলেন, সেই চিরকিশোরেরা হবে মুসলিমদের শিশুরা, যারা শিশু অবস্থায় মারা গেছে। অনেকের মতে, তারা হবে কাফেরদের শিশুরা।

সেই সেবক কিশোরেরা আকারে-পোশাকে বড় সুন্দর হবে। তাদের কথা কুরআনে বলা হয়েছে,

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

অর্থাৎ, চির কিশোরগণ (গেলমান) তাদের কাছে (সেবার জন্য) ঘুরাঘুরি করবে, তুমি তাদেরকে দেখলে তোমার মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। (দাহরঃ ১৯)

۞وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُون

অর্থাৎ, তাদের (সেবায়) তাদের কিশোরেরা তাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে; যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। (তুরঃ ২৪)।
কী খিদমত করবে তারা? সে কথা মহান আল্লাহ বলেন,

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِين (18)

অর্থাৎ, তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা---পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। (ওয়াক্বিআহঃ ১৭-১৮)

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُون

অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে। তোমরা চিরকাল থাকবে। (যুখরুফঃ ৭১)।

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا

অর্থাৎ, তাদের উপর ঘুরানো করা হবে রৌপ্যপাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্র। (দাহরঃ ১৫)

17. জান্নাতের সাপ্তাহিক বাজারঃ-

হাদীসে এসেছে: আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا»

"জান্নাতে একটি বাজার থাকবে আর তাতে শুক্রবার দিন লোকজনের সমাগম হবে। সেখানে উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে। এ বায়ুর প্রভাবে জান্নাতীদের রুপ ও সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। এরপর যখন তারা তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসবে আর তারা তাদের রুপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলবে, সুস্বাগতম তোমাদের। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমাদের চেয়ে তোমার রুপ-সৌন্দর্য তো অনেক বেড়ে গেছে। এর জবাবে তারা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের চেয়ে তোমাদের রুপ-সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে"।

এ হাদীসটি থেকে আমরা যা জানতে পারলাম:
এক. জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। তা বসবে সপ্তাহের শুক্রবারে। যাদের মনে চায় তারা সেখানে যাবে। পরস্পরে দেখা সাক্ষাত হবে।
দুই. এ বাজারের একটি বৈশিষ্ট হলো, যে এখানে আসবে তার রুপ-সৌন্দর্য আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।
তিন. বাজার থেকে ফিরে আসার পর সঙ্গী সাথিরা তাদের রুপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে। আবার সেও তাদের রুপ-সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে। এটা তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, প্রেম-ভালোবাসার একটি প্রকাশ। যা তাদের দাম্পত্য সুখ-শান্তি আরো বাড়িয়ে দিবে।
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩৩

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহ.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একদিন আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আল্লাহুর কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাকে এবং তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন।

সাঈদ ইবুনল মুসাইয়াব তখন বললেন, জান্নাতে কি বাজারও থাকবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, রাসুল (সা.) আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর নিজ নিজ আমলের আধিক্য অনুসারে যথাযোগ্য বাসস্থান গ্রহণ করবে। পরে দুনিয়ার দিন হিসাবে প্রতি জুমাবার তারা তাদের মালিকের (আল্লাহ তাআলা) সাক্ষাতে আসবে। তাদের জন্য তার আরশ প্রকাশ করা হবে।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আমাদের প্রতিপালকের দর্শন পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তেমনিভাবে তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতেও কোনো অসুবিধা থাকবে না। ওই মজলিসে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন না হবে।

সেখান থেকে জান্নাতিরা জান্নাতের বাজারে আসবে। ফেরেশতারা তা ঘিরে রাখবেন। তাতে এমন সব জিনিস থাকবে, যা কোনো চোখ কখনও দেখেনি, কোনো কান কোনো দিন শোনেনি, কোনো হৃদয়ে তা কল্পনাও হয়নি। সেখানে কিছুর কেনাবেচা হবে না। এই বাজারেই জান্নাতিদের পরস্পর সাক্ষাৎ হবে।

18.জান্নাতের ঘর ও তাবুর বর্ননাঃ-

জান্নাতের ঘর

জান্নাতের ঘর সোনা-রুপার ইট ও মৃগনাভি সমৃদ্ধ চুন-সুরকি-সিমেন্টে দেওয়া হবে ইটের গাঁথুনি। কংকরসমূহ হবে মনি-মুক্তার আর মাটি হবে জাফরানের। হাদিসের বর্ণনা তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে-হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বর্ণনা করেছেন, আমি প্রশ্ন করলাম- হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি দিয়ে প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন, পানি দিয়ে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি দিয়ে জান্নাত তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন-

'সোনা-রুপার ইট দিয়ে। একটি রুপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাথা হয়েছে। এর গাথুনির উপকরণ (চুন-সুরকি-সিমেন্ট) সুগন্ধি মৃগনাভি এবং কংকরসমূহ মণি-মুক্তার ও মাটি হলো জাফরান। জান্নাতে প্রবেশকারী লোক অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কোনো দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সে অনন্তকাল এতে অবস্থান করবে আর মৃত্যুবরণ করবে না। না তার পরনের পোশাক পুরাতন হবে আর না তার যৌবনকাল শেষ হবে (অনন্তযৌবনা হবে)।' (তিরমিজি, দারেমি)

জান্নাতের তাঁবু

জান্নাতের তাঁবুতে অবস্থান করবেন জান্নাতি হুরগণ। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে তা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

'(জান্নাতের) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।' (সুরা আর-রাহমান : আয়াত ৭২)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের তাঁবুসমূহ ফাঁপা মনি-মুক্তার (মোতির) তৈরি হবে। ঊর্ধাকাশের দিকে এর উচ্চতা হবে ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে মুমিনদের সহধর্মিনী হুর-বালা থাকবে। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এর মধ্যেও থাকবে দুটি বাগান, যার সব পাত্র এবং ভেতরের সব বস্তু হবে রুপার তৈরি।' (বুখারি, মুসলিম)
এসবই হলো জান্নাতের নেয়ামত ও সৌন্দর্য। যা শুধু মুমিন বান্দার জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে। নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ দেখিয়েছেন, সংবাদ জানিয়েছেন। উম্মতে মুসলিমার জন্য এসবই পরকালের শান্তি ও চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ।
আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সবাইকে জান্নাতি হিসেবে কবুল করুন। তাদের জান্নাতের নেয়ামত বাড়িয়ে দিন। জান্নাতের এসব নেয়ামত পেতে যথাযথ প্রস্তুতি ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

19.জান্নাতে আল্লহর দীদার লাভ(সর্বোত্তম নিয়ামাত)ঃ-

পৃথিবীতে মুমিন মহান আল্লাহকে না দেখেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করে। বিনিময়ে পরকালে তারা আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করে। পরকালে মুমিনের বিশ্বাস ও আনুগত্যের যেসব

পুরস্কার দান করবেন, তার ভেতর সর্বোত্তম পুরস্কার হলো মহামহিম আল্লাহর সাক্ষাৎ ও দর্শন। জান্নাতে মুমিনরা আল্লাহকে দেখে তাদের মনোবাসনা পূরণ করবে এবং সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি লাভ করবে। বিপরীতে অবিশ্বাসীরা আল্লাহর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে।

আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব?

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাস হলো, পার্থিব জীবনে মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাক্ষাৎ বা তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য মুসা (আ.) যখন 'হে প্রতিপালক, আমাকে দেখা দিন' বলে সাক্ষাতের আবেদন করেছিলেন, তখন উত্তর দেওয়া হয়েছিল : 'তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পারবে না।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৪৩)

তবে পরকালে মুমিনরা আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'কেয়ামতের দিন বহু মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা নিজ পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।' (সুরা কিয়ামা, আয়াত : ২২-২৩)
আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে সবচেয়ে প্রিয়

পরকালে মুমিনের কাছে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি এমন কিছু চাও, যা আমি বাড়িয়ে দেব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাত দান করেননি? আপনি কি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? অতঃপর আল্লাহ তাঁর পর্দাগুলো সরিয়ে দেবেন। জান্নাতিদের আল্লাহর সাক্ষাতের চেয়ে বেশি প্রিয় কিছু দান করা হবে না।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৩৮)

যেমন হবে মহামহিমের সাক্ষাৎ

জান্নাতে মুমিনরা যখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে সে সময়ের দৃশ্য হাদিসে খুব সামান্যই বিবৃত হয়েছে। যার কয়েকটি হলো, আল্লাহকে দেখা যাবে নির্বিঘ্নে : জারির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বলেন, একবার পূর্ণিমার রাতে নবী (সা.) আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'শিগগিরই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদটিকে তোমরা দেখছ এবং একে দেখতে তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৩৬)
আল্লাহ কথা বলবেন : আদি ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে শিগগিরই তার প্রতিপালক কথা বলবেন, তখন প্রতিপালক ও তার মধ্যে কোনো অনুবাদক ও আড়াল করে এমন পর্দা থাকবে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৪৩)
আদন জান্নাতে সাক্ষাৎ হবে : কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, 'দুটি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভেতরের সব কিছুই হবে রুপার। আর দুটি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভেতরের সব কিছুই হবে সোনার। জান্নাতে আদনে তাদের ও তাদের রব্বের দর্শনের মধ্যে তাঁর চেহারার ওপর অহংকারের চাদর ছাড়া আর কোনো কিছু আড়াল থাকবে না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৪৪)

জান্নাতিরা কৃতজ্ঞতায় সেজদা করবে : আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘(সব ধরনের নেয়ামত লাভের পর) জান্নাতিরা বলবে, আমাদের প্রভুর মুখদর্শন ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন আল্লাহ তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং জান্নাতিরা সেজদায় পড়ে যাবে। তাদের বলা হবে, তোমরা আমল করার স্থানে নেই, তোমরা রয়েছ প্রতিদান লাভের স্থানে।’ (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২/৮৮৭)

আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করবেন : বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই জান্নাতিরা প্রতিদিন দুবার মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করবেন।’ (জামিউস সগির, হাদিস : ২২৩৪)

পাপীরা আল্লাহকে যেমন দেখবে

পরকালে পাপীরাও আল্লাহর সাক্ষাৎ পাবে, তবে তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের চেহারা দেখবে না। তাদের প্রতি আল্লাহ থাকবেন ক্রোধান্বিত। আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোনো মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে তিনি তার ওপর রাগান্বিত।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪৪৫)

আল্লাহর দেখা পাবে না অবিশ্বাসীরা

অবিশ্বাসীরা সেদিনও শাস্তি হিসেবে আল্লাহর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ বলেন, ‘অবিশ্বাসীরা সেদিন নিজ পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে আড়ালে থাকবে (বঞ্চিত হবে)।’ (সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৫)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ‘নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা আল্লাহকে আপন অবস্থায় দেখবে না, তিনি তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন না, আবার তিনি তাদের থেকে গোপনও থাকবেন না।’ (মাজমুআতুল ফাতাওয়া : ৬/২৯২)

আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করতে হবে

নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাক্ষাৎ বান্দার জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার। এ পুরস্কার মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৫০৭)

আল্লাহ সবাইকে তাঁর সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

20.উপসংহার ঃ-

জান্নাতের নিয়ামাতসমূহ জানার পর প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে জান্নাতের কামনা ও সেখানে যাওয়ার ও থাকার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে নেকআমল করার প্রতিও খুব গুরুত্ব দিতে হবে। নেক আমল ব্যাতীত জান্নাতের আশা করা বৃথা।সে ব্যাক্তিই মূর্খ যে জান্নাতের আশা করে অথচ গুনাহে লিপ্ত

থাকে। সুতরাং আমাদের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে শরীয়ত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে জান্নাতের উপযুক্ত হওয়া।যেমন আল্লহ তায়ালা বলেন-

" নিশ্চয়ই আল্লহ তায়ালা মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে।"
-সূরা তাওবা,আয়াত ১১১

অর্থাৎ জান্নাতের কামনা যে ব্যাক্তি করবে তাকে অবশ্যই জান মাল দিয়ে তা অর্জনের প্রচেস্টায় লেগে থাকতে হবে। রাসূল সা বলেন-

مَا رَ أَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَامِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

অর্থাৎ" আমি জাহান্নামের মতো এমন ভয়ানক জায়গা দেখিনি যার থেকে মুক্তির আশাকারী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে , অনুরূপভাবে আমি দেখিনি আকর্ষণীয় ও শোভনীয় জান্নাতের প্রত্যাশী ও যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে।"
(তিরমিজি)

অতএব এ পার্থিব জীবন একটি সফরতুল্য।যার শেষ মানজিল মুমিনদের জন্য জান্নাত।এ জান্নাতে যাওয়ার জন্য সাধনারপ্রয়োজন।যে বস্তু যত মূল্যবান ও উন্নত সেটা অর্জনে ততো বেশি পরিশ্রম ও সাধনা করতে হয়। তাই আল্লহ তায়ালা আমাদের জন্য সহজ করে দিন, কবুল করে নিন যেন আমরা জান্নাতের নিয়ামাতসমূহ অর্জনের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেস্টা দিয়ে আল্লহর ইবাদাতে নিয়োজিত হতে পারি,আমিন।